দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

74

মূল কারণ আর্থিক দুরবস্থা

দেশের ৩৮ লাখ ছেলেমেয়ে প্রাইমারী স্কুলে যায় না

।। মোনাজাতউদ্দিন ।।

বাংলাদেশের ৪৬০টি উপজেলার ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের প্রায় ৩৮ লাখ বালক–বালিকা নানা আর্থ–সামাজিক অবস্থার কারণে প্রাইমারী স্কুলের দোরগোড়া পর্যন্ত যেতে পারছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, প্রাইমারী স্কুলে যেতে পারে এমন বয়সের বালক–বালিকা বাংলাদেশে ১ কোটি ৬২ লাখ। এদের মধ্যে ১ কোটি ১৪ লাখ (অর্থাৎ শতকরা ৭৭ ভাগ) বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী কিংবা শহর এলাকার কেজি ধরনের স্কুলে পড়তে যায়। এদের সবাই যে নিয়মিত পড়াশোনা করে, পরীক্ষা দেয়, কিংবা পাস করে, তা নয়। এদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ অর্থাৎ ৭৪ লাখ ১০ হাজার বালক–বালিকা প্রাইমারী স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার বিভিন্ন সময়ে ঝরে (ড্রপ–আউট) পড়ে। এরা বাড়িতে বেকার বসে থাকে, কেউ মজুরি বা চাকরি নেয়, কেউ পিতা বা অভিভাবকের সাথে ক্ষেতে–খামারে চাষাবাদের কাজে সহায়তা করে।

সরকারী পরিকল্পনা

সরকার 'দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্যে শিক্ষা' কার্যক্রমের অধীনে পরিকল্পনা নিয়েছে যে, এই ড্রপ–আউটের হার ৬৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে শতকরা ৪০ ভাগে আনা হবে।

আর বর্তমানে যে মোট বালক–বালিকার মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ প্রাইমারী স্কুলে যায়, সেই হার ২ হাজার সালের মধ্যে উন্নীত করা হবে শতকরা ৯৫ ভাগে।

বাকি শতকরা ৫ ভাগ? এদের সার্বজনীন শিক্ষার আওতায় নেয়া হবে কবে? না, এদের হিসেবের মধ্যে রাখা হয়নি। কেননা এরা অন্ধ, বোবা, মানসিক প্রতিবন্ধী।

এই শতকরা ৫ ভাগ, অর্থাৎ মোট বালক–বালিকার মধ্যে ৮ লাখ ১০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে না।